দীন – ই – ইলাহী

বিশ্ব মানবতাবাদের প্রতীক মধ্যযুগের মহান সম্রাট আকবর সর্বাধিক উদার নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। যেসব গুণাবলীর জন্য আকবর জাতীয় নরপতি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হল ধর্মীয় উদারতা। মধ্যযুগের ইতিহাসে যখন ধর্মান্ধতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেই সময়ে আকবরের ধর্মীয় উদারতা সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল। একজন সুফী মুসলমান হয়ে জীবন শুরু করে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি এক সর্বধর্ম সমন্বয়ই বাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

বহু বিচিত্র চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে আকবরের ধর্মমত গড়ে উঠেছিল। তার ধর্মমত সম্পর্কে ইতিহাসবিদেরা নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আকবর ভাগ্যবান যে, তিনি মধ্যযুগের ইতিহাসে উদার নৈতিক পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতামহ বাবর আত্মজীবনী লিখে মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেগিয়েছেন। পিসি গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' লিখে বিশ্বের মহিলা ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তার পিতা সুন্নী ও মাতা হামিদাবানু ছিলেন শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। যারা ছিলেন উদারতা ও সহিষ্ণুতার পূজারী। তিনি জন্মে ছিলেন অমর কোর্টের এক হিন্দু রাজ পরিবারে। তার অভিভাবক ও উপদেষ্টা বৈরাম খান ও গৃহ শিক্ষক আব্দুল লতিফ, সভাসদ আবুল ফজল, সেক মোবারক, বীরবল প্রমুখ উদার মানসিকতা সম্পন্ন পণ্ডিতদের সান্নিধ্য আকবরের জ্ঞান পিপাসাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। রাজপুত মনীষী দের ধর্ম চর্চা, আচার ব্যাবহার, হিন্দু ধর্মাচার্য দের সংস্কার আন্দোলন আকবরকে মহান ধর্মমত গঠনে সাহায্য করেছিল।

আকবরের জীবনের ধর্ম নৈতিক বিবর্তন কে ঐতিহাসিকেরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্যায় ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ে তিনি ইসলাম ধর্ম মেনে চলতেন। তীর্থযাত্রায় যেতেন, দিনে চারবার নামাজ পড়তেন। যদিও এই বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয় না। এই সময়ে তার ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও ধর্ম নৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। ১৫৬২ সালে অম্বরের রাজা বিহারী মলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫৬৩সালে তীর্থ কর এবং ১৫৬৪ সালে স্বধর্মীদের প্রবল বিরোধীতাকে অগ্রাহ্য করে বিতর্কিত জিজিয়া কর বন্ধ করেন। তাই ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড ও গ্যারেট আকে আধুনিক শাসক বলে অভিনন্দিত করেছেন।

আকবরের ধর্ম নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় ১৫৭৫ থেকে ১৫৮০ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি মোবার, আবুল ফজল, ফৈজির মতো উদার নৈতিক চিন্তা নায়কের সংস্পর্শে এসে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সরে আসেন। আত্মা অবিনশ্বর এবং পরমাত্মার অংশ বিশেষ এই ধারনার বশবর্তী হয়ে সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে

১৫৭৫সালে ফতেপুর সিক্রীতে ইবাতখানা নামে একটি উপাসনালয় স্থাপন করেন। এখানে দর্শন ও ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা হোত। ইসলাম, হিন্দু, শিখ, জৈন, পারসিক, খ্রিষ্টান সহ নানা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা হোত। ভিনসেন্ট স্মিথ ইবাত খানা কে First World Religious Parliament বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মান্ধ উলেমাগন আকবরকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছিল। আকবর ১৫৭৯সালে বিশেষ ঘোষণা দ্বারা ফতেপুর সিক্রীর মসজিদের ইমামকে বিতাড়িত করে নিজে কোরানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার ভার গ্রহণ করেন। আবুল ফজলের পিতা মোবারক রচিত মহরজ নামক ঘোষণাপত্র জারী করে উলেমাদের ধর্ম নৈতিক অধিকার খর্ব করেন। স্মিথ এই ঘোষণাকে অভ্রান্ত বলে বলেন। উলসী হেইগ এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন। ঐতিহাসিক রায় চৌধুরী বলেছেন মহরজ নামা এক রাজনৈতিক দলিল এর সঙ্গে দীন-ই-ইলাহীর কোন সম্পর্ক নেই।

আকবরের জীবনের শেষ পর্যায়ে এই নতুন ধর্ম মতের অবতারনা করেছিলেন। ইবাতখানার আলোচনা থেকে তিনি এই সিধান্তে আসেন যে, সব ধর্মে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করা হয়েছে। যদিও প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তার মনে হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মের কল্যাণকর দিকগুলির সমন্বয় সাধন করতে পারলে মানব সমাজের বিকাশ সাধিত হবে। এই সময়ে তিনি তার বিখ্যাত তৌ-হিত-ই-ইলাহী বা স্বর্গীয় একেশ্বর বাদ প্রচার করেন। যা পরবর্তীকালে দিন-ই-ইলাহী নামে পরিচিত হয়। ধর্মান্ধতা অগ্রাহ্য করে, কোন প্রতিকূলতার দিকে ভূক্ষেপ না করে আকবর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ইতিহাসে তার তুলনা মেলাভার। তার মনে হয়েছিল এই ধর্ম মত প্রচারিত হোলে ধর্মের হানাহানি সংঘাত দূর হবে।

আকবরের ধর্ম নৈতিক জীবনের চরম পরিণতি ১৫৮১সালে দীন-ই-ইলাহী। তিনি যে, বিশ্ব জনীন ধর্মের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার আলো দেখতে পেলেন দীন-ই-ইলাহীতে। যদিও এটা কোন নতুন ধর্ম ছিল না তা ছিল বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় মাত্র। এর প্রচারের জন্য তিনি কোন পুরোহিত নিয়োগ করেন নি। কাওকে জোর করে এই ধর্মমত চাপিয়ে দেন নি।

দিন-ই ইলাহী মতবাদের দ্বারা তিনি ঠিক কি করতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।এই ধর্মমতে বিশ্বাসীদের কয়েকটি পালনীয় কর্তব্য ছিল- গো মাংস ভোজনে বিরত থাকা, দান ধর্ম পালন করা, পরস্পরের সঙ্গে দেখা হোলে ‘আল্লাহ আকবর’ অর্থাৎ ঈশ্বর মঙ্গল ময় ও ‘জাল্লা জাল্লালহ’ অর্থাৎ তার মহিমা বিকশিত হোক এই সম্বোধন করতে হত। এই ধর্মমতে কোন মহাপুরুষ, দেবদেবীর বিশ্বাসের স্থান ছিল না। প্রজাদের একই ধর্ম মতে আনার জন্য তার এই প্রচেষ্টা ছিল। এই বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় বিবেকানন্দ যে ধর্ম নৈতিক ঐক্যের দ্বারা রাজনৈতিক ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন আকবর তার পথ প্রদর্শক ছিলেন বললে অতুক্তি হয়না।

আবুল ফজল বলেছেন-‘ He is the spiritual guide of the Nation’.

দিন-ই-ইলাহী কে বদাউনি নতুন ধর্মমত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এটি করেছিলেন। স্মিথ ও উলসি হেগ এই মতকে নির্ভর করে বলেছেন আকবর নিজেকে এর দ্বারা পয়গম্বর বা ধর্ম প্রচারক বলে ঘোষণা করেছেন। এটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এই বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয় না। আকবরের বিশ্ব ভাতৃত্ব বোধ প্রগতিশীল ছিল। তার সময়ে তিনি যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতুলনীয়। তিনি স্বেচ্ছাচারিতা করলে বেশকিছু লোককে এই ধর্মমত গ্রহনে বাধ্য করতে পারতেন তা করেন নি।

আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন ? বদাইয়ুনি ও জেইসুট পাদ্রীদের তথ্যের উপরে নির্ভর করে স্মিথ, গ্যারেট, ব্লকম্যান প্রমুখরা বলেছেন তিনি ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরী প্রসাদ, কে কে দত্ত, সি এইচ পাইন ও রায়চৌধুরী ও বেভারিজ উক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। আকবর কখনো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নি। তিনি ইসলাম ধর্মালম্বী হয়ে জন্মে ছিলেন ও মৃত্যু বরন করেছিলেন। এটি কোন নতুন ধর্মমত ছিল না কেবল ছিল ইসলাম ধর্মের সংস্কারের চেষ্টা মাত্র। তিনি কোরান কে অস্বীকার করেন নি। ইসলামী মতানুসারে তার দিন-ই-ইলাহীতে কোন পুরোহিত তন্ত্র ছিল না। আসলে উলেমাদের প্রভাব ও বিদ্বেষ মূলক কাজ রোদ করার জন্য, এমন কি উলেমারা সম্রাটের চেয়ে শক্তিশালী এটা রদ করার জন্য করেছিলেন।

দিন-ই-ইলাহী সম্পর্কে মতপ্রকাশ করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন আকবরের আদর্শ ছিল সকল ধর্মের সমন্বয় সাধন, ভারতের একটি জাতীয় ধর্মের প্রয়োজনে তিনি ইহা চালু করেছিলেন। আকবর যখন এদেশে ‘সুলহে কুল’ নীতির চালু করছেন তখন ইউরোপে ক্যাথেলিকদের হাতে প্রোটেস্ট্যানরা অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে। তার এই নীতির দ্বারা ধর্ম সহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। দীন-ই-ইলাহীকে তিনি নৈতিক জীবনবাদে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন কি ছিলেন না সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা ধর্মীয় বিভেদ দূর করে বিশ্ব ভাতৃত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। জেইসুট পাদ্রিরাই বলেছিলেন- আকবর খ্রিষ্টান নয়, ধর্ম শূন্য নয়, মুসলমানও নয়, আসলে তিনি ছিলেন অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন সত্যানুসন্ধানী।

<u>প্রশ্নঃ</u>

১। আকবরের দিন-ই-ইলাহী সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখ।
২। আকবর কি ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় দাও তিনি কি ধর্মান্ধ ছিলেন ?
৩। দিন-ই-ইলাহি কি নতুন কোন ধর্ম ছিল ? এই সম্পর্কে বিতর্কটি আলোচনা কর।